منهج دعوة الأنبياء والرسل

নবী-রাসূলগণের
দাওয়াতের পদ্ধতি

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক)

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

(আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব)

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

8 940005 391685

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

(নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের আবেদন	৭
ভূমিকা	৮
দা'ওয়াত ও তাবলীগ	**১২**
● দা'ওয়াত শব্দের অর্থ	১২
● তাবলীগ শব্দের অর্থ	১২
দা'ওয়াত ও তাবলীগের হুকুম	১৪
নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি জানার গুরুত্ব	১৬
নবী রসূলদের দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২১
১. আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাত করে দ্বীন কায়েম করা	২১
২. মানুষকে আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম ও সঠিক দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা	২২
৩. শিরক, কুফুর, অজ্ঞতা ও পাপের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, ঈমান, জ্ঞান ও সত্যের আলোর দিকে আনা	২৩
৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা	২৩
৫. মানুষকে আল্লাহর জাহান্নামের আগুন থেকে বের করা ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য:	২৪
৬. বিভিন্ন দ্বীনের জুলুম-অত্যাচার থেকে বের করা...	২৫
৭. শয়তানের আনুগত্য ও তার পদাঙ্কানুসরণ ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বের করে নিয়ে আসা	২৬
৮. অস্বীকারকারী ও কাফেরদের উপর হুজ্জত-দলিল কায়েম করা	২৭
৯. একমাত্র নবী-রসূলদের হেদায়েত ও সত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করানো	২৮
১০. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সকল উম্মত দা'ওয়াতের কাজে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে শরিক	৮৮
দা'য়ীর প্রতিদান ও মর্যাদা	৯১
দা'য়ীর মূল পুঁজি	৯৪
দা'য়ীর গুণাবলি	**৯৭**
প্রথমত: দা'ওয়াতের কাজে পূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন	৯৭
দ্বিতীয়ত: দা'ওয়াতের কর্মতৎপরতা প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য যে সকল গুণাবলির প্রয়োজন	৯৮
তৃতীয়ত: দৃঢ় সঙ্কল্প ও অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সকল গুণাবলির প্রয়োজন	৯৮
চতুর্থত: সাধারণ কিছু উত্তম চরিত্র ও গুণাবলি যা দা'য়ীর জন্য অত্যন্ত জরুরি	৯৯
কিছু গুণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১০০
তৃতীয় রোকন: মাদ'উ (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি)	**১০৭**
চতুর্থ রোকন: দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম	**১১০**
দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমসমূহের উৎপত্তিসমূহ	**১১০**
প্রথমত: দা'ওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতিসমূহ	১১০
● ফলপ্রসূ দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য কিছু উত্তম পদ্ধতি	১১০
● আসল অমুসলিমদের জন্য কিছু পদ্ধতি	১১১
● মুরতাদদের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা	১১৫
● মুনাফেকদের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা	১১৬
● মুমিন-মুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতের কিছু পদ্ধতি	১১৭
দ্বিতীয়ত: দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমসমূহ	১২৫
● বাহ্যিক মাধ্যম	১২৬
● অভ্যন্তরীণ মাধ্যম	১৩৩
● অভ্যন্তরীণ মাধ্যমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৩৪
উপসংহার	১৪২

ভূমিকা

দা'ওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত ও গুরুত্ব অনেক। কারণ, এটা নবী-রসূলগণের কাজ। আর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির সেরা ও আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে মানুষের হেদায়েতের জন্য নির্বাচন করেন। আর আলেমগণ নবী-রসূলদের জ্ঞান ও দা'ওয়াতের উত্তরসূরী। দা'ওয়াত ইলাল্লাহর কাজের দ্বারা আহ্বানকারীদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়।

◆ **১.** আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

"যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম [পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী] তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?"[১]

◆ **২.** আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

"বলুন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আর আল্লাহ মহা পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[২]

---

১. সূরা হা-মীম সেজদাহ-৪১:৩৩
২. সূরা ইউসুফ-১২:১০৮

"আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা একজন মানুষও হেদায়েত লাভ করে তাহলে উহা একটি লাল উটের চেয়েও উত্তম।"[৫]

◆ ৬. তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"আমার থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার কর।"[৬]

◆ ৭. নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضي الله عنه يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ:« قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » .متفق عليه.

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে এ ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতাম অনিষ্ট-অকল্যাণ সম্পর্কে। আমি

---

৫. বুখারী হা/৩০০৫, ৩৭০১, মুসলিম হা/২৪০৯, মুসনাদে আহমাদ হা/২২৮২১
৬. বুখারী হা/৩৪৬১, তিরমিযী হা/২৬৬৯

বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টকর যুগে ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের কল্যাণে এনেছেন। আচ্ছা এ মঙ্গলের পর আবারও কি অমঙ্গল আসবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, আমি আবার বললাম, আচ্ছা এ অনিষ্টর পর আবারও কি কল্যাণ আসবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ধোঁয়া থাকবে। আমি বললাম, ধোঁয়া আবার কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ধোঁয়া হলো, এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার হেদায়েত পরিহার করে অন্যদের হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের মাঝে কিছু ভাল পাবে আবার কিছু মন্দও দেখবে। আমি বললাম, আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পর কি আর কোন অনিষ্ট আসবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর দ্বীনের পথে এক শ্রেণীর আহ্বানকারী, যারা জাহান্নামের দরজার উপর হতে জান্নাতের নামে আহ্বান করবে। তাদের ডাকে যারা সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারা আমাদের জাতির মানুষ। তারা আমাদের ভাষায় (ইসলামের) কথা বলবে। আমি বললাম, যদি সে অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহলে কি নির্দেশ করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত ও ইমামের (রাষ্ট্রপতির) সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম, যদি সম্মিলিত মুসলমানদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে তবে কি করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঐ সমস্ত দল ছেড়ে একাকী থাকবে, যদিও গাছের শিকড় দাঁত দ্বারা ধরে হোক না কেন। আর এভাবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত থাকবে।"[৭]

---

৭. বুখারী হা/৩৬০৬, মুসলিম

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত 'অহি মাতলু' তথা কুরআন ও 'অহি গাইর মাতলু' তথা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহীহ হাদীসসমূহ, উপযুক্ত মাধ্যম ও উত্তম পদ্ধতিতে সকল মানুষের নিকট পৌঁছানো। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۷﴾

"হে রসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে তার প্রচার করুন। আর যদি তার প্রচার না করেন তাহলে তাঁর রেসালাতের তাবলীগ [তথা প্রচারই] করলে না।"[৮]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

« بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً». رواه البخاري.

"তোমরা আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা তাবলীগ (প্রচার) কর।"[৯]

এখানে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতের কথা বলেছেন। অতএব, এ হাদীস উল্লেখ করে ইচ্ছামত যা-তা প্রচার করা নিঃসন্দেহে এ হাদীসের সরাসরি বিপরীত কাজ হবে।

এখানে আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, দা'ওয়াত শব্দটি ব্যাপক যা দা'ওয়াত ও তাবলীগ উভয় অর্থে আসে। কিন্তু তাবলীগ শব্দটি নির্দিষ্ট যা শুধুমাত্র প্রচারের অর্থে আসে। অতএব, দা'ওয়াত বলতে তাবলীগও বুঝায়। কিন্তু তাবলীগ বলতে দা'ওয়াত বুঝানো হয় না। সুতরাং, দা'ওয়াত বলতে অমুসলিমদের জন্য আর তাবলীগ বলতে মুসলিমদের জন্য এমনটা বলা একান্ত অজ্ঞতার পরিচয়। বরং দা'ওয়াত ও তাবলীগ মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য।

---

৮. সূরা মায়েদা-৫:৬৭

৯. বুখারী হা/৩৪৬১, তিরমিযী হা/২৬৬৯

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।"[১২] নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী,

« فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».متفق عليه.

"রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আর আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত করা হলো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যা করা ফরজ।

এরপর দা'ওয়াত করা ফরজ হলো আলেমদের প্রতি। এঁদের থেকে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান প্রচার ও তা গোপন না করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ ١٨٧

"আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল। আর তারা বেচাকেনা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচাকেনা!।"[১৩] নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"যে ব্যক্তিকে (দ্বীনের) জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল অতঃপর সে তা গোপন রাখল, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।"[১৪]

---

১২. সূরা হাজ্ব-২২:৪১
১৩. সূরা আলে-ইমরান-৩:১৮৭
১৪. হাদীসটি হাসান-সহীহ, সহীহুত তারগীব ওয়াত্তারহীব, আলবানী– হা: নং ১২১

নবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতের পদ্ধতি জানার গুরুত্ব

প্রথমত: আল্লাহ তা‘য়ালার দ্বীনের প্রকৃত দা‘য়ী (আহব্বানকারী) হলেন নবী-রসূলগণ। তাঁরা মানুষকে একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের দা‘ওয়াত দিয়েছেন। এ ছাড়া যাতে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং যার মাঝে তাদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল রয়েছে তা থেকে বারণ করেছেন।

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী,

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

“নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য মাবুদ (উপাস্য) নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।”[১৫]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী,

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۶۵﴾

“আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য মাবুদ নেই। ”[১৬]

---

১৫. সূরা আ'রাফ-৭:৫৯
১৬. সূরা আ'রাফ-৭:৬৫

“স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ।”[২০]

৭. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

“অথচ মসীহ্ (ঈসা) বলল, হে বনি ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা।”[২১]

৮. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট) থেকে নিরাপদ থাক।”[২২]

৯. রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ».رواه مسلم.

---

২০. সূরা আনকাবূত-২৯:১৬
২১. সূরা মায়েদা-৫:৭২
২২. সূরা নাহ্‌ল-১৬:৩৬

নবী রসূলদের দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্মরণে রাখতে হবে যে, একজন মানুষ হেদায়েত হলেও রেসালাতের মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। কিয়ামতের দিন এমনও নবী উঠবেন যাঁর সঙ্গে একজনও উম্মত থাকবে না। আবার কারো সাথে দুইজন, কারো সাথে তিনজন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:« عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমাদের নিকট এসে বললেন, "আমার প্রতি পূর্বের উম্মতদেরকে পেশ করা হয়। দেখলাম এমন নবী অতিক্রম করছেন যাঁর সাথে একজন মাত্র মানুষ, এমন নবী যাঁর সাথে দুইজন মানুষ, এমন নবী যাঁর সাথে ছোট একটি দল ও এমনও নবী অতিক্রম করছেন যাঁর সাথে একজনও নেই।"[২৯]

নূহ (আলাইহিস সালাম) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর দা'ওয়াত করে মাত্র ৮৩ জন দা'ওয়াত কবুল করেছিল। যার মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রও ছিল না।

১. আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাত করে দ্বীন কায়েম করা:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

---

২৯. বুখারী হা/৫৭৫২, মুসলিম হা/২২০

৩. শিরক, কুফুর, অজ্ঞতা ও পাপের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, ঈমান, জ্ঞান ও সত্যের আলোর দিকে আনা:

يَّهۡدِیۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۱۶﴾

(ক) "এ (কুরআন) দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করবেন এবং সরল পথে পরিচালনা করবেন।"[৩৪]

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۱﴾

(খ) "আলিফ-লাম-র, এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরাই পথের দিকে।"[৩৫]

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা:

এ জন্যে ঈমানদারগণ তাদের দা‘ওয়াতের কাজের দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করাই তাদের লক্ষ্য থাকে। এর দ্বারা তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ تَرٰهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضۡوَانًا ۚ سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِى التَّوۡرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمۡ فِى الۡاِنۡجِيۡلِ ۛۚ كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ

---

৩৪. সূরা মায়েদা-৫:১৬

৩৫. সূরা ইবরাহীম-১৪:১

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:« أَسْلِمْ ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». رواه البخاري.

(খ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন ইহুদির ছেলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে যান। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছেলেটির মাথার পার্শ্বে বসে বলেন, "ইসলাম কবুল কর।" ছেলেটি তার নিকট উপস্থিত বাবার দিকে চাইল। অতঃপর বাবা ছেলেটিকে বলল, আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা শুন। এরপর বালকটি ইসলাম কবুল করল। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে বলেন, "সেই মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি ওরে জাহন্নাম হতে বাঁচালেন।"[৩৯]

৬. বিভিন্ন দ্বীনের জুলুম-অত্যাচার থেকে বের করে ইসলামের ইনসাফের দিকে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসাঃ

সাহাবী রেবী' ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) দ্বীনের দা'ওয়াদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বীর রুস্তমের সামনে বলেন,

لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الإِسْلاَمِ.

মানুষকে মানুষের এবাদত করা থেকে এক আল্লাহর এবাদত ও দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-অত্যাচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে বের করে নিয়ে আনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৪০]

---

৩৯. বুখারী হা/১৩৫৬
৪০. তারীখে ত্বাবারী: ৩/৩৪

৭. শয়তানের আনুগত্য ও তার পদাঙ্কানুসরণ ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বের করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

"তোমরা শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।"[৪১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

"আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নফ্সের গোলামী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[৪২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই

৪১. সূরা বাকারা-২:১৬৮
৪২. সূরা নাজি'আত:৪০-৪১

রয়েছ। তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম ও বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।"[৪৫]

৯. একমাত্র নবী-রসূলদের হেদায়েত ও সত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করানো। আর শয়তান এবং বাপ-দাদা ও পীর-বুজুর্গদের তরীকা ত্যাগ করানোঃ

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

(ক) "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য অলিদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।"[৪৬]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٢١

(খ) "তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তোমরা তারই অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দা'ওয়াত দেয়, তবুও কি?"[৪৭]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔـا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝١٧٠

(গ) "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নিকট হতে যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে

---

৪৫. সূরা মুলক:৭-১১
৪৬. সূরা আ'রাফ-৭:৩
৪৭. সূরা লোকমান-৩১:২১

নবী-রসূলদের দা'ওয়াতের উসুল

সমস্ত নবী-রসূলদের দা'ওয়াতের উসুল (মূলনীতি) চারটি:

- **(এক)** তাওহীদ।
- **(দুই)** নবুয়াত ও রেসালাত।
- **(তিন)** তাকওয়া।
- **(চার)** আখেরাত।

সমস্ত নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিপরীত শিরক থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ করেছেন। এটাই হলো তাওহীদের হকিকত যা আল্লাহর হক। আর সর্বপ্রকার এবাদত একমাত্র নবী-রসূলদের তরীকায় আদায় করার জন্য আদেশ দিয়েছেন যা নবুয়াত ও রেসালাতের হকিকত। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা ও নবী-রসূলগণের আদেশ-নিষেধ পালন করাই হলো তাকওয়া। আর উপরের তিনটি উসুলের উপর নির্ভর করবে আখেরাত। সঠিকভাবে পালন করলে আখেরাতে জান্নাত আর না করলে জাহান্নাম। সকল নবী-রসূলগণ এ চারটি উসুল দ্বারাই দা'ওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। পূর্ণ দ্বীন ইসলাম এই চার উসুলের মাঝেই কেন্দ্রভূত। সর্বপ্রথম রসূল নূহ (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ তা'য়ালা এই চারটি উসুল দ্বারাই প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١
قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٢ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۝٣ يَغْفِرْ
لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤